দুই টাকা

বাংলাদেশ হাইকোর্ট ফি

Bangladesh Form No. 3701
Bangladesh Form No.3701

হাইকোর্ট বিভাগ ফরম নং (জে) ২।
HIGH COURT FORM NO.(j) 2.

মূল মোকদ্দমা/মামলার রায়ের শিরনামা।
HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE.

জেলা- ময়মনসিংহের যুগ্ম জেলা জজ এর আদালত।
District- In the Court of the
উপস্থিত :- জনাব মোঃ জহিরুল কবীর, যুগ্ম জেলা জজ, দ্বিতীয় আদালত, ময়মনসিংহে।
Present :-

২০১১ সালের ০৩ মাসের ২৪ দিবসের বৃহস্পতিবার
day, the ২৪ day of মার্চ 2011-

২০০৫ সালের মোকদ্দমা/ মামলা নং ২২ অন্য
Suit/ Case No. of 19

১। মোঃ আঃ খালেক
২।

বাদী(গণ)
আবেদনকারী (গণ)

1.
2.

Plaintiff(s)
petitioner(s)

বনাম
Versus

১। বাংলাদেশ সরকার গং
২।

বিবাদী(গণ)
প্রতিপক্ষ

1.
2.

Defendant(s)
Opposite party

এই মোকদ্দমা/ মামলা ১৩/০৩/২০১১ ইং .....তারিখে
(১) তারিখ অথবা তারিখসমূহ উল্লেখ This suit/ case coming on for final hearing on (1)
(2) Give date or dates
in the presence of

বাদী (গণ)
আবেদনকারী (গণ) এর পক্ষে জনাব ইকবাল আহমেদ খান এ্যাডভোকেট (গণ)
উকিল (গণ)

Advocate(s)
Pleaders(s) for Plaintiff(s)
Petitioner(s)

বিবাদী (গণ)
প্রতিপক্ষ এর পক্ষে জনাব শমসের আলী এ্যাডভোকেট(গণ)
উকিল (গণ)

Advocate (s)
Pleaders(s) for Plaintiff(s)
Opposite party.

এর উপস্থিতিতে চূড়ান্ত শুনানীর জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং অদ্য বিবেচনার্থে পেশ করা হইল, অত্র আদালত নিম্নরূপ রায় প্রদান করে :-

and having stood for consideration to this day the delivered the following judgment:-

ইহা স্বত্বের ঘোষণামূলক ডিক্রির দাবীতে আনীত একটি মোকদ্দমা।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- ৪৭৮/৯৬-৯৭/(গ)-২৭-৭-৯৭-৫,০০,০০০।

বাদীর আরজির বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, জিলা ময়মনসিংহের কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত গোহাইলকান্দি মৌজার তপসিল বর্ণিত জমি সহ অপরাপর সম্পত্তি রাম জীবন আইচের ছিল। রাম জীবন আইচ চার পুত্র রাম কুমার আইচ, ঈশান চন্দ্র আইচ, প্রসন্ন কুমার আইচ ও নবীন চন্দ্র আইচ কে ওয়ারিশ রাখিয়া যান। উক্ত চার ভ্রাতার নামে সেঃ মেঃ রেকর্ডে প্রত্যেকের নামে এক চতুর্থাংশ করিয়া লিপি হয় এবং তাহাতে তাহারা এজমালীতে স্বত্ববান দখলকার থাকেন। পরবর্তীতে নবীন চন্দ্র আইচ তৎহিস্যা ঈশান চন্দ্র আইচ বরাবরে হস্তান্তর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া নিরুদ্দেশ হন। রাম কুমার আইচ নিত্য সুন্দরীকে স্ত্রী ও বিন্দুবাসীনিকে একমাত্র কন্যা রাখিয়া যান। বিন্দুবাসিনী জনৈক সতীশ দত্তের সহিত বিবাহ হয় এবং তাহার গর্ভে অবিনাশ চন্দ্র দত্তের জন্ম হয়। নিত্য সুন্দরীর মৃত্যুর পর অবিনাশ উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া অমিতা রাণী ঘোষ কে একমাত্র কন্যা রাখিয়া মারা যান। অবিনাশ তৎপ্রাপ্ত সাকুল্য হিস্যা বিক্রী করিয়া নিঃস্বত্ববান হইয়াছিলেন। প্রসন্ন কুমার আইচ আইচ পরিবারের পত্তিত পাড়াস্থিত বাসা বাড়ীতে থাকিয়া মোক্তারী পেশায় নিয়োজিত ছিলেন এবং তিনিও নিঃসন্তান ছিলেন। ঈশান চন্দ্র আইচ তিন পুত্র যোগেশ চন্দ্র আইচ, নির্মল চন্দ্র আইচ ও পরিমল চন্দ্র আইচ কে রাখিয়া মারা যান। প্রসন্ন কুমার আইচ এর স্ত্রী মারা গেলে কিছুকাল পর তিনিও দুই ভ্রাতস্পুত্র যোগেশ ও নির্মলকে রাখিয়া মারা যান। ইতিপূর্বে আর,ও,আর যোগেশ, নির্মল ও পরিমল ও অবিনাশ দত্তের নামে প্রচারিত হইয়াছিল। অতঃপর পরিমল নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তৎ হিস্যা যোগেশ ও নির্মল প্রতি বর্তায়। যোগেশ চন্দ্র আইচ সরকারী চাকুরী করিতেন। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি এদেশেই অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। ভারতে আইচ পরিবারের যৌথ আয় দ্বারা অর্জিত সম্পত্তি পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল মহকুমাধীন ওয়েষ্ট ও লিফার গার্ডেনস্থ পাকা বাড়ী দালান কোঠাময় জায়গা সহ অবস্থিত ছিল। যোগেশ ও নির্মল চন্দ্র আইচের মধ্যে এইরূপ এক পারিবারিক মীমাংসা হয় যে, বিপত্নীক যোগেশ চন্দ্র আইচ বর্ধমান জিলার সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন এবং তৎপরিবর্তে নির্মল চন্দ্র আইচ ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত গোহাইল কান্দি মৌজার ৫.৭৮ একর জমি প্রাপ্ত হইবেন এবং যোগেশ চন্দ্র আইচ তাহার ছাহাম লব্ধ পশ্চিম বাংলার জমিতে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু বিধিমতে যোগেশ চন্দ্র আইচ পশ্চিম বঙ্গ যাওয়ার প্রাক্কালে এদেশেই হঠাৎ পরলোক গমন করেন। এভাবে নির্মল চন্দ্র আইচ পূর্ব পুরুষের ৫.৭৮ একর এবং স্বপার্জিত অন্যান্য সম্পত্তি সহ গোহাইল কান্দি মৌজায় অবস্থিত বাড়ীতে বসবাস করিয়া এবং অন্যান্য সম্পত্তি চাষাবাদ ক্রমে উপস্বত্বাদি ভোগ তপরূপ করিয়া নিজ স্বত্বে ও অপর যাবতীয় লোকের বিরুদ্ধে দখল জনিত বিরুদ্ধ স্বত্বে স্বত্ববান দখলকার থাকেন। অতত্রব আইচ পরিবারের কোন সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বা অনিবাসি অর্পিত সম্পত্তি হওয়ার কোন কারণ নাই বা ছিল না। বাদী বিগত ৩০/০৫/৭২ ইং তারিখের সাফ কাওলা দলিল মূলে পরিমল চন্দ্র আইচ হইতে .৪৫ শতক, ০৪/০৭/৭২ ইং তারিখের বিনিময় দলিল মূলে অবিনাশ দত্ত হইতে .২৭ শতক, ০৭/০৩/৭৭ ইং তারিখের সাফ-কাওলা দলিল মূলে নির্মল চন্দ্র আইচ হইতে .৫২ শতক এবং ১৮/০৯/৭৮ ইং তারিখের অপর এক সাফ কাওলা দলিল মূলে .৮২ শতক, ৩০/০৪/৮২ ইং

তারিখের অপর এক সাফ কাওলা দলিল মূলে নির্মল, চন্দ্র আইচ হইতে .৫১ শতক এবং ২২/০৩/৮৭ ইং তারিখের বিনিময় দলিল মূলে নির্মল চন্দ্র আইচ হইতে ৫.৯৪ একর একুনে ৮.৫১ একর জমি উপযুক্ত প্রবৃত্তির বিনিময়ে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে নিজ স্বত্বে ও অপর যাবতীয় লোকের বিরুদ্ধে দখল জনিত বিরুদ্ধ স্বত্বে স্বত্ববান দখলকার থাকেন। বাদী উক্ত ভূমি বাবদ ৪(চার) টি জমা খারিজ মোকদ্দমা মূলে পৃথক খতিয়ান প্রাপ্ত হইয়া খাজনা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান বি.আর.এস জরিপে জরিপ কর্মচারীগণ নালিশী সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হইতে পারে মর্মে ০৬/০৮/৯৫ ইং তারিখের স্মারক পত্রে উল্লেখ করেন। এমতাবস্থায়, বাদীর নালিশী তপসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকায় বাদীপক্ষ বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে ঘোষনামুলক ডিক্রির প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে ১-৩ নং সরকার বিবাদীগণ অত্র মোকদ্দমায় লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া মোকদ্দমাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। বিবাদীগণের লিখিত বর্ণনা সংক্ষেপে এই যে, বাদীর বর্তমান মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই, বাদীর বর্তমান মোকদ্দমা অত্রাকারে ও প্রকারে সম্পূর্ণ অচল, বাদীর মোকদ্দমা principles of stoppel waiver and acquiesence দোষে বারিত, মোকদ্দমাটি পক্ষাভাব দোষে বারিত এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দ্বারা বারিত। এছাড়া বিবাদীগণ তাহাদের প্রকৃত অবস্থায় উল্লেখ করেন যে, নালিশী সম্পূর্ণ সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি। নালিশী সম্পত্তি ময়মনসিংহ টাউনের গোহাইলকান্দি মৌজায় কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত। নালিশী সম্পত্তি রাম জীবন আইচ এর স্বত্ব দখলীয় ছিল। রাম জীবন আইচের মৃত্যুর পর ৪ পুত্র রাম কুমার আইচ, ঈশান চন্দ্র আইচ, প্রসন্ন কুমার আইচ ও নবীন চন্দ্র আইচ তাহার ত্যাক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশী প্রাপ্ত হন এবং স্বত্ববান দখলকার থাকেন। পরবর্তীকালে তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের ওয়ারিশান উক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশ প্রাপ্ত হন ও তাহাতে স্বত্ববান দখলকার থাকেন। আইচ পরিবারে সদস্য প্রায় সকলেই ভারত বিভাগের পর অর্থাৎ ১৯৪৭ সনের ১৫ ই আগষ্টের পরেই স্বপরিবারে ভারতে চলিয়া যায় এবং কতক শরীকান এদেশে থাকে এবং তাহারা তাহাদের শরীকান ভারত ত্যাগীগণের ও সম্পত্তির অংশ ভোগ দখল করিতে থাকেন। আইচ পরিবারে শরীকানদের মধ্যে যাহারা ভারতত্যাগী হয় নাই তাহারা যোগেশ চন্দ্র, নির্মল চন্দ্র, পরিমল চন্দ্র ও অবিনাশ চন্দ্র এবং তাহারা এদেশে থাকার কারণে তাহাদের নামে নালিশী ভুমি সম্বন্ধে আর,ও,আর রেকর্ড প্রস্তুত হইয়াছিল। যোগেশ,নির্মল চন্দ্র, পরিমল চন্দ্র ও অবিনাশ চন্দ্র এবং তাহাদের পরিবারের সকলেই ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারতে চলিয়া যান এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকে এবং তাহারা আর কখনও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান বর্তমান বাংলাদেশে ফিরিয়া আসে নাই। তৎকারণে নালিশী সম্পত্তি পাকিস্থান প্রতিরক্ষা আইনের বিধান মতে শত্রু সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ও দখলে থাকে। বাদীর আরজিতে বাদী কর্তৃক যে সমস্ত খরিদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ আরজির ৪ নং দফায় বর্ণিত বিগত ৩০/০৫/৭২, ০৪/০৭/৭২, ০৭/০৩/৭৭, ১৮/০৯/৭৮,৩০/০৪/৮২ ও ২২/০৩/৮৭ ইং তারিখে সাফ কাওলাগুলি সম্পূর্ণ জাল এবং

Antedated করা হইয়াছে। কারণ তথাকথিত দলিল দাতাগণ ঐ সময়ে এদেশে ছিল না। দাতাগণ যে ঐ সময়ে এদেশের নাগরিক ছিল তাহার প্রমান নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট বাদীপক্ষ দেখাইতে বাধ্য এবং তাহাদের প্রমান করিতে হইবে যে তাহার দলিল দাতাগণ ঐ সময়ে এদেশের নাগরিক ছিল। বাদী যে নালিশী ভূমি সম্বন্ধে জমা খারিজ করিয়াছে উহা সংশ্লিষ্ট তহশিলদারকে বাধ্য ও প্রবান্বিত করিয়াছে। উক্ত জমা বিভাগ ও খাজনার কোন মূল্য নাই। নালিশী সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি গননা তালিকাভূক্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায়, বাদীর অত্র মোকদ্দমা ডিসমিসযোগ্য।

বাদীপক্ষের আরজি এবং বিবাদীপক্ষের লিখিত বর্ণনা পর্যালোচনা করতঃ নিম্নলিখিত বিচার্য বিষয় সমূহ গঠন করা হইল। যথাঃ-

১) অত্র আকারে ও প্রকারে মোকদ্দমাটি রক্ষণীয় কিনা?

২) নালিশী ভূমিতে বাদীর স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল আছে কিনা?

৩) অত্র মোকদ্দমা পক্ষদোষে অচল কিনা?

৪) বাদী অত্র মোকদ্দমায় প্রার্থীত মতে ডিক্রি পাইতে পারে কিনা?

৫) বাদী প্রার্থীত মতে অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিনা?

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u>

বাদীপক্ষ আরজির তপছিল বর্ণিত ভুমি বাবদ স্বত্ব ঘোষনার দাবীতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদীপক্ষ মূল মোকদ্দমা প্রমানের জন্য ৩(তিন) জন মৌখিক সাক্ষ্য উপস্থাপন করিলে বিধি অনুযায়ী তাহাদের জবানবন্দী ও জেরা লিপিবদ্ধ করা হয়। বাদীপক্ষের দাখিলী কতিপয় কাগজাদি যথাঃ ৯৩৬২ নং সাফ কবলা দলিল প্রদর্শনী-১, ১০৬৫৫ নং এওয়াজ বদল দলিল প্রদর্শনী-১(ক), ৪৪১৯ নং সাফ কবলা দলিল প্রদর্শনী-১(খ), ১৪৮৭২ নং সাফ কবলা দলিল প্রদর্শনী-১(গ), ১১০৫৪ নং সাফ কবলা দলিল প্রদর্শনী-১(ঘ), ৫৫৪৭ নং এওয়াজ বদল দলিল ১(ঙ), ৮০৯, ৮৮৯, ৭৩৮ ও ৯০৭ নং নামজারী খতিয়ান প্রদর্শনী-২-২(গ), খাজনার দাখিলা প্রদর্শনী-৩-৩(খ), মৃত্যুর সনদ পত্র প্রদর্শনী-৪-৪(খ), আর,ও,আর ৭ ও সি,এস ৩০ খতিয়ানের সই মহুরী নকল প্রদর্শনী-৫-৫(ক) আদালতে দাখিল করেন।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষে লিখিত বর্ণনার সমর্থনে ১ (এক) জন সাক্ষীকে উপস্থাপন করিলে বিধি অনুযায়ী তাহার জবানবন্দী ও জেরা লিপি বদ্ধ করা হয়। বিবাদীপক্ষে দাখিলী কতিপয় কাগজাদি যথাঃ ক্ষমতা পত্র প্রদর্শনী-ক, নালিশী ভুমির এস,এ/আর,ও,আর ২১ ও এস/এ/আর,ও,আর ৭ খতিয়ানের সত্যায়িত ফটোকপি প্রদর্শনী-খ-খ(১), বি,আর,এস খতিয়ান ১/১ এর সত্যায়িত কপি আদালতে দাখিল করেন।

<u>বিচার্য বিষয় নং-৩ঃ</u>

বিবাদীপক্ষ লিখিত বর্ণনায় বাদীপক্ষের অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে বারিত মর্মে বিরোধপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিবাদীপক্ষ লিখিত বর্ণনা সংশোধন করিয়া উল্লেখ করেন যে, নালিশী সম্পত্তি ভি.পি সম্পত্তি হিসাবে সরকারের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় স্থানীয় শিক্ষানুরাগী নালিশী মৌজায় শিক্ষা প্রসারনের নিমিত্তে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া গোহাইলকান্দি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিবাদীপক্ষ মূল আরজিতে গোহাইলকান্দি উচ্চ বিদ্যালয় কথা উল্লেখ না করিলেও পরবর্তীতে আপত্তি দাখিল করিয়া উল্লেখিত গোহাইলকান্দি উচ্চ বিদ্যালয় এর কথা স্বীকার করেন। কিন্তু মোকদ্দমার আরজিতে গোহাইলকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিচালনা পরিষদের সদস্য অর্থাৎ গর্ভিং বোর্ডের অত্র মোকদ্দমায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। ফলে বাদীপক্ষের স্বীকৃত মতেই অত্র মোকদ্দমাটি পক্ষদোষে অচল।

বিচার্য বিষয় নং ১ঃ

বাদীপক্ষ স্বত্ব ঘোষনার দাবীতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদীপক্ষ উপযুক্ত কোর্ট ফি দাখিল করিয়া যথাযথ এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে মোকদ্দমাটি দায়ের করেন। মোকদ্দমাটিতে গঠনগত ও কাঠামোগত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই। ফলে বর্তমান মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে কোন বাধা নাই।

বিচার্য বিষয় নং ২ ঃ

বাদীপক্ষ আরজিতে উল্লেখ করেন যে, আরজির তপসিল বর্ণিত ভূমি সহ অপরাপর ভূমির মালিক ছিলেন রাম জীবন আইচ। তিনি মৃত্যুকালে ৪(চার) পুত্র রাম কুমার আইচ, ঈশান চন্দ্র আইচ, প্রসন্ন কুমার আইচ ও নবীন চন্দ্র আইচ কে ওয়ারিশ রাখিয়া যান। সেটেলমেন্ট রেকর্ডে প্রত্যেক পুত্রের নামে রেকর্ড লিপি হয় এবং এজমালিতে স্বত্ববান দখলকার হয়। পরবর্তীতে নবীন চন্দ্র আইচ তৎহিস্যা ভূমি ঈশান চন্দ্র আইচ বরাবরে হস্তান্তর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া নিরুদ্দেশ হন। রাম কুমার আইচ মৃত্যুকালে নিত্যসুন্দীকে স্ত্রী ও বিন্দুবাসীনিকে এক কন্যা ওয়ারিশ রাখিয়া যান। বিন্দু বাসিনী জনৈক সতীশ দত্তের সহিত বিবাহ হয় এবং তাহার গর্ভে অবিনাশ চন্দ্রের জন্ম হয়। নিত্য সুন্দরীর মৃত্যুর পরে অবিনাশ চন্দ্র মালিক হয়। ঈশান চন্দ্র মৃত্যুকালে যোগেশ চন্দ্র আইচ, নিরমল চন্দ্র আইচ ও পরিমল চন্দ্র আইচ কে রাখিয়া মারা যান। বিগত আর,ও,আর খতিয়ান যোগেশ, নির্মল, পরিমল ও অবিনাশ দত্তের নামে প্রচারিত হয়। নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তৎহিস্যা ভূমি যোগেশ ও নির্মল প্রাপ্ত হন। আইচ পরিবারের যৌথ আয় দ্বারা ভারতে আসান সোল মহকুমাধীন পাকা বাড়ী ও জায়গা ছিল। যোগেশ ও নির্মল চন্দ্র আইচের মধ্যে পারিবারিক বন্টনে মীমাংসা হইলে যোগেশ চন্দ্র আইচ মহকুমাধীন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং নির্মল চন্দ্র আইচ গোহাইল কান্দি মৌজার ৫.৭৮ একর ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যোগেশ চন্দ্র আইচ হঠাৎ করে পরলোক গমন করেন। উক্ত প্রকারে নির্মল চন্দ্র আইচ ৫.৭৮ একর ও স্বপার্জিত অন্যান্য ভূমি প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখলকার থাকেন। বাদী বিগত ৩০/০৫/৭২ ইং তারিখে সাফ কাওলা দলিল মূলে পরিমল চন্দ্র পরিমল চন্দ্র আইচের নিকট .৪৫ শতক, ০৪/০৭/৭২ ইং তারিখে বিনিময় দলিল মূলে অবিনাশ দত্ত হইতে .২৭ শতক, ০৭/০৩/৭৭ ইং তারিখের দলিল মূলে নির্মল চন্দ্র আইচ এর নিকট হইতে .৫২ শতক এবং ১৮/০৯/৭৮ ইং তারিখে সাফ কবলা দলিল মূলে .৮২ শতক, ৩০/০৪/৮২ ইং তারিখের সাফ কবলা দলিল মূলে নির্মল চন্দ্র আইচ এর নিকট হইতে .৫১ শতক, ২২/০৩/৮৭ ইং তারিখের বিনিময় দলিল মূলে নির্মল চন্দ্র আইচ এর নিকট হইতে ৫.৯৪ একর একুনে ৮.৫১ একর ভূমি

তিন টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

প্রাপ্ত হইয়া স্বত্ববান দখলকার আছেন। বাদী উক্ত ভূমি বাবদ ৪(চার) টি জমা খারিজ মোকদ্দমা মূলে পৃথক খতিয়ান প্রাপ্ত হইয়া খাজনা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান বি.আর.এস জরিপে জরিপ কর্মচারীগণ নালিশী সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হইতে পারে মর্মে ০৬/০৮/৯৫ ইং তারিখের স্মারক পত্র উল্লেখ করায় বাদী অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

অপরদিকে সরকার বিবাদীপক্ষ উল্লেখ করেন যে, নালিশী সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত অনিবাসী সম্পত্তি। আইচ পরিবারের সদস্যগণ অর্থাৎ যোগেশ, নির্মল চন্দ্র, পরিমল চন্দ্র ও অবিনাশ চন্দ্র এবং তাহাদের পরিবারের সকলেই ১৯৬৫ সনের পাক ভারত যুদ্ধের সময়ে তাহাদের সম্পত্তি পরিত্যাক্ত অবস্থায় রেখে ভারতে চলিয়া যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকে। ফলে তাহাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি পাকিস্থান প্রতিরক্ষা আইনের বিধান মতে শত্রু সম্পত্তি হিসাবে পরিণত হয় যাহা পরবর্তীতে অর্পিত ও অনিবাসী সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। বাদীপক্ষের দাখিলী দলিল সমূহ সম্পূর্ণ জাল এবং Antedated রূপে সৃজন করা হইয়াছে। কারণ তথাকথিত দলিল দাতাগণ বর্ণিত দলিলের তারিখে এদেশে ছিল না। নালিশী সম্পত্তি অর্পিত ও অনিবাসী তালিকা ভুক্ত।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজির বক্তব্য, বিবাদীপক্ষের দাখিলী লিখিত বর্ণনা, উভয়পক্ষের মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য এবং মোকদ্দমার নথি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করিলাম। বাদীপক্ষ আরজিতে উল্লেখিত কতিপয় দলিল মূলে নালিশী ভুমিতে স্বত্ববান মালিক মর্মে দাবী করিয়াছেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ দাবী করেন যে, এস.এ রেকর্ডীয় মালিকগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে এই দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া যান এবং স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করে । বাদীপক্ষ ভিন্ন লোককে দাতা সাজাইয়া নালিশী দলিল সমূহ সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন। বাদীপক্ষ বিবাদীপক্ষের উক্ত বক্তব্য খন্ডন করিয়া উল্লেখিত দাতাগণের স্বীকৃত কোন দলিলের সাথে তর্কিত দলিল সমূহের দাতাগণের টিপ ও স্বাক্ষর পরীক্ষা করিয়া উহা প্রমানের চেষ্টা করেন নাই। তাছাড়া উল্লেখিত সময়ে দলিল দাতাগণ এই দেশে ছিলেন উহা প্রমান করার জন্য ঐ সময়ে প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা দাখিল করিয়া প্রমান করিতে সমর্থন হন নাই ~~ও~~ দলিল দাতাগণ তথাকথিত সময়ে এই দেশে অবস্থান করিয়াছেন। তবে বাদীপক্ষে বর্ণিত দলিল দাতা পরিমল চন্দ্র, নির্মল চন্দ্র এবং অবিনাশ চন্দ্র দত্তের ময়মনসিংহ পৌরসভা কর্তৃক ইস্যুকৃত মৃত্যুর সনদ দাখিল করিয়াছেন যাহা প্রদর্শনী-৪ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। উল্লেখিত নকল সমূহ প্রমানের জন্য ময়মনসিংহ পৌরসভা কর্তৃক মৃত্যুর সনদ পত্রের মূল ভলিয়ম আদালতে উপস্থাপন করা হয় নাই বা মৃত্যুর সনদ পত্রের নকল ইস্যুকারী ~~ও~~ কোন লোক আসিয়া আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই এবং মৃত্যুর সনদ পত্রগুলি প্রমানের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাই। বাদীপক্ষের দাখিলী উল্লেখিত সনদ পত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনায় দেখা যায় উল্লেখিত সনদ পত্র সমূহ মোকদ্দমার প্রয়োজনে পরবর্তীতে সৃজন করা হইয়াছে। কারণ আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে আজ থেকে প্রায় ৩৬/৩৭ বছর পূর্বে মৃত ~~ও~~ পরিবার ভিন্ন ৩য় কোন ব্যক্তি পৌরসভায় আসিয়া মৃত্যুর সংবাদ জানাইয়া উহা রেজিষ্ট্রি ভূক্ত করা কাল্পনিক বিষয়। বাদীপক্ষ অপকৌশলে সরকারের নিয়ন্ত্রণে বিপুল পরিমাণ অর্পিত ও অনিবাসী সম্পত্তি গ্রাস করার হীন

[মন্য ~~প্রশ্নিক~~ ২২/২০০৫]

-৭-

উদ্দেশ্যে অত্র মৃত্যুর সনদপত্রগুলি সৃজন করিয়াছেন। অধিকন্তু স্বত্ব ঘোষনার মোকদ্দমার তপসিল বর্ণিত ভূমিতে বাদীর নিরঙ্কুশ স্বত্ব থাকা আবশ্যক। বাদী স্বীকৃত মতেই নালিশী কতক ভূমিতে গোহাইল কান্দি উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ভূমিতে বাদীর কোন দখল নাই। বাদী মূল আরজিতে উল্লেখিত বিষয়টি গোপন করিয়াছেন। পরবর্তীতে বিবাদীপক্ষ উল্লেখিত বিষয়ে লিখিত বর্ণনা সংশোধন করিয়া আদালতকে অবহিত করলে বাদী তৎপ্রেক্ষিতে একটি লিখিত আপত্তি দাখিল করেন এবং উল্লেখ করেন যে, বাদী নালিশী স্কুলের জন্য .৫২ শতক ভূমি ১৯৮৭ সালে স্বত্বার্পণ দলিল করিয়া দেন। উক্ত দলিলের দাখিলীয় সই মহুরী নকল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কথিত মূল দলিলটি মোকদ্দমা দায়েরের বহু পূর্বে অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে রেজিষ্ট্রি হইয়াছে। কিন্তু বাদী আরজিতে এর সমর্থনে কোন কিছু উল্লেখ করেন নাই। আবার মূল দলিল সমর্থনে বাদী কোন বক্তব্য প্রদান করেন নাই। দাখিলী দলিলের নকল দৃষ্টে লক্ষ্য করা যায় যে, উক্ত নকলের কার্টিজের উল্টা পিঠে অস্পষ্ট কিছু টিপ দেওয়া আছে। যার দ্বারা সহজে অনুমেয় প্রকৃতপক্ষে এইরূপ কোন দলিলের কোন অস্তিত্ব নাই। বাদী অত্যন্ত সুকৌশলে মূল জিনিস এড়াইয়া সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন মূলবান সম্পত্তি গ্রাস করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়া বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে নালিশী তপসিল বর্ণিত ভূমিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব থাকার বিষয়টি প্রমানিত হয় না। ফলে বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারে না। সার্বিক বিবেচনায় অত্র মোকদ্দমাটি খারিজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত। অতত্রব,

আদেশ

হয় যে, অত্র মোকদ্দমা বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় ডিসমিস হইল।

আমার উক্তিমতে কম্পিউটারকৃত ও
আমার দ্বারা সংশোধিত,

২৪/৩/১১

(মোঃ জহিরুল কবীর)
যুগ্ম জেলা জজ দ্বিতীয় আদালত
ময়মনসিংহ।

যুগ্ম জেলা জজ দ্বিতীয় আদালত,
ময়মনসিংহ।

০৩/০৪/১৫

নকলকারক
নকল খানা,
জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহ।

০৩/০৪/১৫

পাঠক
নকলখানা
জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহ।

০৩/০৪/১৫

তুলনাকারী
নকল খানা,
জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহ

Authorized that the authentication fee is correct.

Copyist/ Typist/ Comp. Asstt

Application... ... ...

Folio.... ... ২৪৬ ... ... ২৩৮

Authentication fee... ... ... ২/-

Urgent fee.... ... ...

Map fee... ... ...

Total = ২৬২

জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ময়মনসিংহ
জুডিশিয়াল বিভাগ

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY

Administrative Officer
District Judge's Court, Mymensingh.
Authorised U/S 76 of Act-1 of 1872.